এই লক্ষণের শ্রেষ্ঠত্ব। এই লক্ষণ হইতে "ন যস্য স্বঃ পর ইতি" অর্থাৎ যাহার দেহে বা গৃহে আপন-পর বোধ নাই, তিনি একটি উত্তম ভাগবত এই লাক্ষণিক ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব। ইহা হইতে "গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সমূহের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়াও যে জন সর্ব্বত্র বিষ্ণুমায়াবৈভবদৃষ্টিতে কোথাও হেয় উপাদেয় বুদ্ধি করে না, তিনি একটি উত্তম ভাগবত এই লাক্ষণিক ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব। আবার এতাদৃশ লাক্ষণিক ভক্ত হইতে "দেহেন্দ্রিয়প্রাণ-মনোধিয়াম্'' অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধির ধর্ম্ম জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা পরিশ্রম। যে জন এই সমুদয় ধর্ম্মে মোহভ্রান্ত হন না, তিনি একটি উত্তম ভাগবত। এই লাক্ষণিক ভক্ত পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই লাক্ষণিক ভক্তের সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে—হৃদয়ে সংস্কার আছে, কিন্তু তাহার দ্বারা মোহদশা প্রাপ্ত হন না ; এইজন্য তিনি মূর্চ্ছিত-সংস্কার, অর্থাৎ সংস্কার আছে কিন্তু ভজন-প্রভাবে মূর্চ্ছিত অবস্থায় লুক্কায়িত আছে। ইহার নবীন প্রেমের অঙ্কুর মাত্র জন্মিয়াছে। অপর "ন কামকর্ম্ম-বীজানাং" অর্থাৎ যাহার হৃদয়ে কাম, কর্ম্ম ও বীজ (বাসনা বা সংস্কার) নাই, তিনি একটি উত্তম ভাগবত। এই শ্লোকেরই বিশেষ বিবরণ "ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যাকুণ্ঠস্মৃতি। অর্থাৎ যে জন ত্রিভুবনবৈভবপ্রাপ্তির হেতুতেও লব নিমেষার্দ্ধকাল হরিচরণ বিস্মৃত হয় না—এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ধ্যানাখ্যা ভক্তির নাম নৈষ্ঠিকী ও ধ্রুবানুস্মৃতি। এই লাক্ষণিক ভক্তের প্রেমাঙ্কুরও অনাবৃতরূপে জন্মিয়াছে। তাহা না হইলে সতত তেমন স্মরণের সম্ভাবনা হইতে পারে না। এই লাক্ষণিক ভক্তই নির্ধূতকষায় ও জাত-প্রেমাঙ্কুর বুঝিতে হইবে। ইহার পর সাক্ষাৎ প্রেমের আবির্ভাব জন্য যে উত্তম ভাগবত, তাহা "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ"—এই লক্ষণে প্রকাশ পাইয়াছে। "ঈশ্বরে তদধীনেষু" ইত্যাদি লক্ষণে যিনি ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত ভগবদ্‌ভক্তে বন্ধুতা, অজ্ঞজনে কৃপা ও নিজের দ্বেষকারীজনে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভাগবৎ। এই লক্ষণে ভক্তজনে মিত্রতা, অভক্তজনে দয়া ও নিজের দ্বেষকারীজনে উপেক্ষা—এ তিনটিই শ্রীভগবদ্ভক্তি হইতে উত্থিত এবং বুঝিতে হইবে ইহার হৃদয়ে কষায় অর্থাৎ ভোগবাস সংস্কার নাই। সর্ব্বভূতে নিজ অভীষ্ট ভগবানের সত্ত্বা উপলব্ধি এবং সর্ব্বভূতকে ভগবদাশ্রিতরূপে অনুভব করা নির্দ্ধূতকষায়ত্বের এবং মহা প্রেমের পরিচারক। অর্থাৎ যখন সর্ব্বভূতে নিজাভীষ্ট ভগবানের সত্ত্বা উপলব্ধি প্রভৃতি করেন, তখনই বুঝিতে হইবে তাঁহার হৃদয়ে ভোগ-সংস্কার নাই এবং শ্রীভগবানে তাঁহার প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে। এই লক্ষণেরই বিশেষ বিবরণ "বিসৃজতি হৃদয়ং" অর্থাৎ যাহার হৃদয় সাক্ষাৎ শ্রীহরি